15 OCTOBER WORLD DAY Rural Women's Day

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৪

দুর্যোগে নারীর সুরক্ষায় দরকার সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ

১. ভূমিকা

গ্রামীণ নারীর অবদানকে স্বীকৃতিদান ও তাদের অধিকারগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থান এক নয়। এই নারীদের মধ্যেও গ্রামীণ নারীরা অধিক অবহেলিত। কেননা তাদের কর্ম, অবদান এবং অপ্রাপ্তিগুলো অদেখাই থেকে যায়। তাই বলা হয় নারীরা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতম। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরিপূরক। দিবস দুইটি যেমন এক নয় তেমনি একটি আরেকটির বিরোধাত্মকও নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

-২০২৩	: নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে দরকার সচেতনতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ
-২০২২	: 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি: এখনই প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ
−২০২১	: করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি: প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ
-২০২০	: কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা: আমাদের করণীয়
-২০১৯	: শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই
-২০১৮	: পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর
-২০১৭	: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
-২০১৬	: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার
-২০১৫	: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিরও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. 'দুর্যোগে নারীর সুরক্ষায় দরকার সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ' এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণত আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'দুর্যোগে নারীর সুরক্ষায় দরকার সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ'** দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়।

৬. প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি নিয়মিত ঘটনা। এই কারণে এবং পাশাপাশি উজান থেকে নেয়া আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যার সৃষ্টি হয়। এবার দীর্ঘমেয়াদী বর্ষণ এবং নদীর পানির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্যার কারণ হিসেবে দায়ী হলেও, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবারের দুর্যোগকে আরো তীব্র করেছে। একই কারণে ফ্ল্যাশ ফ্লাড কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেনী, লক্ষীপুরের জনজী-বনকে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে আশ্রয় কেন্দ্র কিংবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। দেখা গেছে, ফেনী, কুমিল্লা এবং নোয়াখালীতে বন্যার পানি প্রায় ৭ থেকে ১০ দিনের মতো স্থায়ী ছিল। আক্রান্ত এলাকায় কোনো প্রকার খাবার বা চিকিৎসাসেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। অধিকাংশ রাস্তাঘাট পানির নিচে চলে যাওয়ার ফলে এসব এলাকা মূল ভুখণ্ডগুলো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, যেকোন দুর্যোগে নিম্ন আয়ের কিংবা প্রান্তিক মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে তাদের মধ্যে শিশু ও নারীরা আরো বেশি দুর্ভোগে পড়ে। এবারের বন্যায় নোয়াখালীর উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে লবণাক্ত পানি বাড়িতে প্রবেশ করে। নারীরা গবাদিপশু ও জিনিসপত্র রক্ষার জন্য অনেকে জন্য রাতের পর রাত ছাদে এবং নৌকায় কাটিয়েছে। শিশুরা ভেজা কাপড় পরে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এপরিস্থিতিতে নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব। পরিষ্কার পানি এবং স্যানিটারি প্যাডের অভাবে তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন কাটিয়েছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করেছে। প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসাসেবা অপ্রতুল থাকায় গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। এদিকে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো পরিবেশও ছিল খুবই প্রতিকূল। সীমিত জায়গা, মেয়েদের পৃথক টয়লেট না থাকায় এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ বেড়ে গিয়েছিল। একইসাথে এটা নারীদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদার ওপর ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব ফেলে।

৭. তথ্য-উপাত্ত কী বলে?

পূর্বাঞ্চলে এবারের ভয়াবহ বন্যায় ভয়, আতঙ্ক, সম্পদের ক্ষতির কারণে মনখারাপ, পুষ্টিকর খাদ্য ও যত্নের অভাব এবং চিকিৎসাসেবা ব্যাহত ঐ অঞ্চলের নারীদের গর্ভপাত হয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। তাঁদের মতে, এ ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে বাংলাদেশসহ ৩৩টি উন্নয়ন-শীল দেশ নিয়ে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গর্ভপাতের ঝুঁকি স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি থাকে। যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গাটমাকার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ সম্পর্কে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের তথ্য দিয়েছে। সেই তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে বছরে ৫৩ লাখ ৩০ হাজার নারী গর্ভধারণ করেন এবং ১৫ লাখ ৮০ হাজার গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, এবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা ১১টি। এর মধ্যে রয়েছে ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫১ লাখের বেশি। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) তথ্যানুসারে, প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে ২২ থেকে ২৪ জন অন্ত:সত্ত্বা নারী থাকেন। সেই হিসাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অন্ত:সত্ত্বা নারীর সংখ্যা এক লাখের বেশি হতে পারে। (সূত্র: প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এছাড়া দুর্যোগে একজন নারীর শারিরীক, আর্থিক এবং মানসিক ক্ষতিও কম নয়। এগুলো সংকট কাটিয়ে উঠিয়ে নতুনভাবে শুরু করার জন্য যেসব সেবা-শুশ্রূষা দরকার তাও অপ্রতুল অথবা নেই বললেই চলে। কখনো কখনো বেসরকারিভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও নারীর জন্য দুর্যোগ পরবর্তী সমন্বিতভাবে কোন সরকারি-বেসরকারি সেবা (শারিরীক, মানসিক, প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা) লক্ষ্য করা যায় না।

৮. করণীয় কী?
নারীদের দুর্যোগকালীন দুরবস্থা মোকাবিলায় কিছু তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নারীরা শারীরিক, মানসিক, এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও যত্ন উপেক্ষিত থেকে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে করণীয় নির্ধারণ এখনই প্রয়োজন। যেমন:

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি: দুর্যোগের সময় নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্য যেমন- পরিস্কার পানি, স্যানিটারি প্যাড, সঠিক পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সরবরাহ করা এবং তাদের ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা।

গর্ভবতী নারীর যত্ন: দুর্যোগের সময় গর্ভবতী নারীদের জরুরি চিকিৎসা এবং প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা। গ্রামে গ্রামে এই সেবা পৌঁছাতে মোবাইল ক্লিনিক এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার পরিকল্পনা করা।

মানসিক স্বাস্থ্য সেবা: দুর্যোগের সময় মানসিক চাপ ও ট্রমা থেকে মুক্তির জন্য নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, কিশোরী মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সমর্থন দেওয়া।

প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা: স্থানীয় কমিউনিটি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতায় নারী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সবশেষে, নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারকে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগকালে নারীদের জন্য আরও টেকসই এবং কার্যকরী সেবা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণের করতে হবে। এই প্রচেষ্টা গ্রামীণ নারীদের জীবনের মানোন্নয়নে এবং সমাজে তাদের অধিকারের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	আস বাংলাদেশ	মো: কামরুজ্জামান	০১৭৩৩৩৫৫৮৩০
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	পি জি কে	আ. শ. ম. আশরাফুল হাসান তাইমুর	০১৭১২২২৬৬২৭
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	আমরা মানুষের জন্য	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মো: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	এম. শাহজাহান আলী	০১৭১১৪৪৮৮০৯
		সম্পাদক	দেশ চেতনা	মো: রাশেদুল হক	০১৭১১২৭৪৭৮১
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	রূপান্তর	স্বপন কুমার গুহ	০১৭১১৩৪৫১৭৫
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মইন-উল-আলম	০১১৬৫৪৫৪৬১
		সম্পাদক	সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস	আবু আবিদ	০১৭৭০৫৭৯৩১৩

রাজশাহী বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা	মো: নজরুল ইসলাম	০১৭১৪০৪৯৪৬৯
		সম্পাদক	সংগঠক	লিমা	০১৭১৬২০৩৪৮৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	অনির্বান কর্মসংস্থান	প্রভাতী রাণী বসাক	০১৭১৫১৬৯৫৬২
		সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	কারিগরি মহিলা সংস্থা	মনোয়ারা পারভীন	০১৭১৯৩২৯৪৪৯
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা	মো: করিম বক্স	০১৭১৪৮০১৯০৩
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুজন কুমার মণ্ডল	০১৭১২৪৭৫৮২৪
		সম্পাদক	প্রামডো	হৈমন্তী সরকার	০১৭১৪৪৩১৩১৫
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো: আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	রুমানা আক্তার রুমা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	উপকার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মো: তমাল উদ্দিন	০১৭১৪৩২৪১৪৬
		সম্পাদক	এসসিডিএফ	সেলিনা হক	০১৭১২৬৯৯৬২৭
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	জে এস কে এস	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	মো: আব্দুল মান্নান	০১৭১৬৫১৭৪১২
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	ড্রিম অব সেশন (ডন)	রেজাউল করিম সাজু	০১৭২০৬৫৩৬৯৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
		সম্পাদক	জে. এস. কে. এস	মো: মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা: রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আন্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মো: নাজমুল হুদা	০১৩০৭৪৩৫২৪৬
		সম্পাদক	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	মো: নাজিম উদ্দীন	০১৭১১৪৫১৯৪৯
		সম্পাদক	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০

বরিশাল বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	সাকো	মো: আদনান হোসেন শাওন	০১৭১০৩৭৩১৭০
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো: খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
		সম্পাদক	সাইডো	সৈয়দ হোসাইন মো: কামাল	০১৭৭৯৪৪৪৯৬১
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	মাদার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	ফাহিমা খানম	০১৭১৫৫৬২৪৫৪
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	দিপা	মো: ফজলুল হক	০১৭১৩৫৪৬০৩০
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো: সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	র‍্যাক বাংলাদেশ	এবাদুর রহমান বাদল	০১৭১৩০১৩২৪৪
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	এডাব, গাজীপুর	আলিম	০১৭৩১৪২৫৬৭৮
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	মৌচাষ উন্নয়ন সংস্থা	আবুল হোসেন	
		সম্পাদক	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২২২৯৭০৪
৮.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহামিনা	০১৭৩৭৩৭৭৯৪৫
		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১২২৬৫৫৫
৯.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১০.	মাদারীপুর	সভাপতি	সূর্য তরণী মহিলা সমিতি	আইরিন সুলতানা	০১৭১৮৫৯৪০৫৪
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১১.	রাজবাড়ী	সভাপতি	স্বেচ্ছাসেবী বহুমূখী উন্নয়ন মহিলা সমিতি	শামীমা আক্তার মুনমুন	০১৭১৫৬৯৬৩০৬
		সম্পাদক	আরইউএস	লুৎফর রহমান লাবু	০১৯৮১০৯৩৪৯১
১২.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮
১৩.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এম	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	শিল্ড	মো: মাহবুব আলম ফিরোজ	০১৭১৮০৫৮২২৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	০১৭১২৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি	আইনুন্নাহার	০১৭১১৪৭৯৯০৯
২.	শেরপুর	সভাপতি	সৃজন মহিলা সংস্থা	শিখা সাহা	০১৭১১৪৬৮২৫৩
		সম্পাদক	এস ডি সি	দিলিপ মুরং	০১৭১১২৬৫৩০৫
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সেরা এনজিও	মো: আলী বাদশা	০১৫৫২৯৬১০০২
৪.	জামালপুর	সভাপতি	আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)	মো: আব্দুল হাই	০১৭১৪৩৫৭৫৮৫
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	পি. এম. বিল্লাল	০১৮৭৬৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা	মাহমুদা আক্তার	০১৭১১৩৭৯০৫৫
		সম্পাদক	সৃষ্টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা	সালমা আক্তার	০১৭১৫৭৩৬০০৬
৫.	বাক্ষণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	লেকচারার কক্সবাজার সিটি কলেজ	রোমেনা আক্তার	০১৮৩৫২৯৯১১০
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	তাহরিমা আফরোজ	০১৭৬২৬২৪৮০৫
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	নাইউপ্রু মারমা মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা	০১৫৫৬৪৯৮৮২০ ০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	পি এ ডি এম এ	সাজ্জাদুর রহমান	০১৭১২৩৩০১০৯
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিটি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১
ইমেইল-info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net ফ্যাক্স :+৮৮০২ ৫৮১৫২৫৫৫